গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**বিষয়ঃ অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী ।**

সভাপতি : ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ ও সময় : ৮ এপ্রিল/ ২০১৫, সকাল ১১.০০ ঘটিকা ।

সভার স্থান : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং- ৭০৮)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট '' ক " দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি অনুমতিক্রমে যুগ্ম-সচিব (অডিট) গত ১১/৩/২০১৫ তারিখের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং কোনরুপ সংশোধনী ছাড়াই উহা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক এপ্রিল/২০১৫ মাসে প্রাপ্ত অডিট বিবরণীর আলোকে নিম্নরূপভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ২.১ | **সংস্থা প্রধানকর্তৃক অডিট সভা অনুষ্ঠানঃ** অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে বিটিএমসি, বিজেসি, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বিএসআরটিআই, পাট অধিদপ্তর, তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র পরিদপ্তর মার্চ/১৫ মাসে মাসিক অডিট সভা করে উহার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। বিজেএমসি ৩১/৩/১৫ তারিখে অডিট সভা করলেও কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেনি। অপরদিকে, আদমজী সন্স কোন সভা করেনি। যে সকল দপ্তর/সংস্থা অডিট সভা করেছে সভাপতি তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। অপরদিকে, যে সকল দপ্তর/সংস্থা মাসিক অডিট সভা করেননি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। | সংস্থা প্রধান তাঁর অধিনস্থ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার অডিট সভা করে উহার কার্যবিবরণী পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (অডিট)। |
| ২.২ | মে, ২০১৫ মাসের মাসিক অডিট সভা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। জুন/২০১৫ থেকে মাসিক অডিট সভা সচিবের পরিবর্তে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্থা প্রধানের উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না। তবে উপযুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা ৬ মাস পর পর সচিবের সভাপতিত্বে অডিট সভা হবে বলে সভাপতি জানান। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিস্পত্তির জন্য করনীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে আগামী সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এ বিষয়ে একটি চিঠি জারী করতে হবে। | ক) মে/১৫ মাসে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক অডিট সভা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো।<br>খ) জুন/২০১৫ থেকে মাসিক অডিট সভা অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।<br>গ) বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে মে/১৫ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থিত থাকার জন্য পত্র জারী করা। | সকল দপ্তর/ সংস্থা/ যুগ্মসচিব (অডিট)। |

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ২.৩ | সভাপতি বলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের আওতায় সফট্ওয়্যার Development করা হচ্ছে, যা National Portal Frame work এ Link থাকবে। এ মন্ত্রণালয়ের সংযোগ স্থাপনের জন্য সফট্ওয়্যার Development করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থা যতদুর সম্ভব মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সফট্ওয়্যার হালনাগাদ করবে। মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে সকল দপ্তর/সংস্থা একই ফরমেট অনুসরণ করবে। | ক) মন্ত্রণালয়ের Web site Development করা।<br>খ) মন্ত্রণালেয়র সাথে সমন্বয় করে দপ্তর/সংস্থার Web site হালনাগাদ করা।<br>গ) সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক একই ফরমেটে তথ্য প্রেরণ করা। | আইসিটি শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ সকল দপ্তর/ সংস্থা |
| ২.৪ | সভাকে জানানো হয় দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অডিট আপত্তির সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপন করা হয়নি। সংকলনভুক্ত মোট আপত্তি দেখানো হয়েছে ১৯২টি। কিন্তু, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর থেকে সংকলনভুক্ত ২৯৬টি আপত্তি পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে গড়মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। সভাপতি বলেন সংকলনভুক্ত আপত্তিসহ সকল অডিট আপত্তির সংখ্যা সঠিকভাবে নিরুপনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অডিট অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা যেতে পারে। যার অনুলিপি সকল সংস্থাকে দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থা একটি করে টিম গঠন করবে। উক্ত টিম অডিট অদিপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপন করে আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এ প্রক্রিয়া এখন থেকেই শুরু করতে হবে। | ক) অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তের পত্র প্রেরণ করা।<br>খ) সকল দপ্তর/সংস্থা একটি করে অডিট টিম গঠন করবে। অডিট টিম বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে যোগাযোগ করে নিরীক্ষার সাল অনুযায়ী আপত্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপন করে আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা। | সকল দপ্তর/সংস্থা |
| ২.৫ | সভাকে জানানো হয় মার্চ/২০১৫ মাসে বিজেএমসি ১টি, বিজেসি ১টি, রেশম উন্নয়ন বোর্ড ১টি এবং তাঁত বোর্ড ১টিসহ মোট ৪টি দ্বি-পক্ষীয় সভা করেছে। দ্বি-পক্ষীয় সভায় ১৪১টি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ১২১টি আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মার্চ/১৫ মাসে মোট ৫টি ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়েছে। যার মধ্যে বিজেএমসি ১টি, বিটিএমসি ৩টি এবং বিজেসি ১টি। ত্রি-পক্ষীয় সভায় ৮৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ৩৯টি অনুচ্ছেদ মিমাংসার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যে সকল দপ্তর/সংস্থা দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা করেছে সভাপতি তাদের ধন্যবাদ জানান এবং যে সকল সংস্থা দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করেনি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এপ্রিল/১৫ মাসে ১০টি ত্রি-পক্ষীয় সভা করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। এখন থেকেই কার্যপত্রসহ ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তাব করতে হবে। নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করলে আপত্তির সংখ্যা কমে আসবে। ত্রি-পক্ষীয় সভার সভাপতির দায়িত্ব নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র জারী করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য উদ্যোগ নিবেন। মাসের শুরু থেকে এ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এপ্রিল/১৫ মাসে ১০টি ত্রি-পক্ষীয় সভা করা।<br><br>খ) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের নিমিত্তে প্রতি মাসের শুরু থেকে সংস্থা নিজ উদ্যোগে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব/কার্যপত্র প্রণয়ন করে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (অডিট)। |
| ২.৬ | সভাকে জানানো হয় অডিট আপিত্তির ব্রডশটি জবাব প্রেরণের জন্য বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর থেকে যে সময় দেয়া হয় উক্ত সময়ের মধ্যে জবাব প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জবাব প্রেরণ করতে হলে প্রমানক প্রয়োজন। প্রমানক সংগ্রহের ক্ষেত্রে সময় প্রয়োজন হয়। যে সকল আপত্তির ব্রডশীট জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেয়া সম্ভব নয়। ঐ সকল আপত্তির জবাব দেয়ার জন্য বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর থেকে সময় নিয়ে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করতে হবে। | ক) সংস্থা প্রধান কর্তৃক দ্রুততম সময় সীমার মধ্যে অগ্রীম আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।<br>খ) সংকলনভূক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ কাযর্ক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (অডিট)। |

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ২.৭ | যুগ্ম-সচিব (অডিট) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মার্চ/২০১৫ মাসে ২টি অডিট সভা করেছেন। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত সভা করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। | Focal Point-দের নিয়ে যুগ্মসচিব (অডিট) মাসে ২ (দুই)টি সভা করবে। | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (অডিট)। |
| ২.৮ | সভাকে জানানো হয় ১৯৭২ সাল থেকে মার্চ/১৫ পর্যন্ত মোট আপত্তির অনুচ্ছেদ সংখ্যা হচ্ছে ৪৭৬৯৯টি। যার মধ্যে মিমাংসিত অনুচ্ছেদের সংখ্যা ৩৭১৮৯টি এবং অমিমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১০৫১০টি। অমিমাংসিত অনুচ্ছেদর মধ্যে পাট অধিদপ্তরের ২১টি, বস্ত্র পরিদপ্তরের ৩৯টি, বিজেএমসি ৬০৭৮টি, বিটিএমসির ২৮৫৫টি, বিজেসির ৩৩৮টি, তাঁত বোর্ডের ২৬৫টি, রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৬৮৬টি, বিএসআরটিআই এর ২৩টি, আদমজী সন্স লিঃ এর ২০৫টি। বস্ত্র পরিদপ্তর এবং বিএসআরটিআই এর অমিমাংসিত আপত্তিগুলো ২ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করা যাবে কিনা তা জানতে চাইলে বিএসআরটিআই এর পরিচালক বলেন যে, অধিকাংশ আপত্তি অর্থ সংক্রান্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে কিস্তি ভিত্তিক অর্থ আদায় করা হচ্ছে। সমুদয় অর্থ কর্তণ করা না হলে আপত্তি নিস্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি বলেন কর্তণের পরিমাণ যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করে জুলাই/২০১৫ মাসের মধ্যে বস্ত্র পরিদপ্তর এবং বিএসআরটিআই তাদের আপত্তি নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবে। | ক) বিএসআরটিআই এর যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট থেকে আপত্তিকৃত অর্থ কর্তণ করা হয়েছে, কর্তণের পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা।<br>খ) বিএসআরটিআই এবং বস্ত্র পরিদপ্তরের আপত্তিসমূহ জুলাই/১৫ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করা। | |

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং অডিট আপত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৩-০৪-২০১৫
(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।